

পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ ২০ নম্বর ছিপারা

আল-ইয়াকুব

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে অউ ছিপারা লেখছইন হজরত ইছা আল-মসীর হাতন ভাই হজরত ইয়াকুব (রা:।) হজরত ইছা বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ১৩-১৮ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে। অউ লেখক তো বনি ইসরাইল খান্দানর মুল বাফ হউ হজরত ইয়াকুব (আ:) নবী নায়। আর হজরত ইছার বারোজন সাহাবির মাজর একজনর নাম আছিল জিবুদিয়ার পুয়া ইয়াকুব, এইনও অউ ছিপারার লেখক নায়। অইলে অউ লেখক তো জেরুজালেম জমাতর বড় মুরব্বি নেতা (সাহাবি নামা ১৫ রুকু)। তাইন আল-মসীর বেয়াপারে তবলিগ করার সময় নাফরমান ইহুদি অকলর আতো পবিত্র বায়তুল-মুকাদ্দছো শহীদ অইছলা।

অউ ছিপারা তিলাওত করলে, হজরত ইছা আল-মসীর উম্মত অকলে দুনিয়াবি জিন্দেগি কাটানির লাগি কুন লাখান ইমান-আকিদা, আমল-খাছলত করা জরুরি, অউ বেয়াপারে জানা যাইবো। এর তালিমর লগে হজরত ইছার “পাড়র উপরর তালিম” অর লগে পবিত্র ইঞ্জিল শরিফর মখি ছিপারার ৫-৭ রুকু বউত মিল আছে। অউ ছিপারার ১ রুকু ২৬ আয়াতো আছে, “যে মানষে নিজরে পরেজগার মনো করে, অইলে নিজর জিফরারে সামলায় না, হে তো তার নিজরে টগে, তার হক্কল এবাদতিউ মিছা।”

এরমাজে আছে,

- (ক) আসল ইমান আর আমল১-২ রুকু
(খ) জিফরা সামলানি আর আসল আখল-হেকমত৩ রুকু
(গ) মাইর-দরবার, গিবত, বড়াই, জুলুম না করা ৪:১-৫:৬ আয়াত
(ঘ) ছবর, মুনাজাত আর হেদায়ত করা ৫:৭-২০

স আমি ইয়াকুব, আল্লা আর হজরত ইছা আল-মসীর গুলাম, দুনিয়ার নানান দেশো ছিতরাইল বনি ইসরাইলর বারো গুষ্টির মানষরে ছালাম জানাইরাম।

ইমান আর হেকমত

২ ও আমার ভাই অকল, তুমরা য়েবলা নানান জাতর পরিষ্কার মাজে পড়ে, ই সময় ইতা খুব খুশির বেয়াপার মনো করিও। ৩ জানো তো, ইমানর পরিষ্কার তুমরারে থির থাকার খেমতা বাড়াই দেয়। ৪ আর ই থির থাকার খেমতারে কামো লাগাও, যাতে তুমরা কামিল আর খাটি অইয়া তুমরার কুনু কমতি না রয়।

৫ তুমরার মাজে যুদি কেউরর আখলর কমতি থাকে, তে হে যানু আল্লার গেছে চায়, তেউ পাইব। তাইন কুনু বেজারি ভাব না আনিয়া হক্কলরেউ বেহিসাব দান করইন, খালি আতে ফিরাইন না। ৬ অইলে হে মনো কুনু সন্দয় না রাখিয়া একিন করিয়া চাইতে অইবো। যে সন্দয় করে হে তো দরিয়র ডেউর লাখান, তারে আউলা-জাউলা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়। ৭ ইলাখান মানষে যানু মাবুদর গেছ থনে কুস্তা পাওয়ার আশা না করে, ৮ হে তো দু-দিলা মানুষ, তার হকল কামোউ অশান্তি।

গরিব আর ধনি

৯ যে ইমানদার ভাই গরিব, তারে বড় বানাইছইন করিয়া হে নিজরে মুবারক মনো করউক। ১০ আর যে ধনি, তারে হুরু বানাইছইন করিয়া হে-ও নিজরে মুবারক মনো করউক, কারন হে ঘাস ফুলর লাখান জরিয়া পড়িযিবো। ১১ সুরুজ য়েবলা উঠে, ই সময় তার তেজে ঘাস হুকাই যায়, ফুল জরিয়া পড়ি যায়, আর তার সুন্দর নষ্ট অইয়ায়। ধনি মানুষও অলাখান তার ব্যস্ততার মাজে জরিয়া পড়িযিব।

১২ মুবারক হউ জন, যে জন পরিষ্কার সময় মজবুত রয়। পরিষ্কার কামিয়াব অইলে জয়র মালা হিসাবে হে আখের পাইবো। অউ মালা তান আশিক অকলরে দিবা করি স্বয়ং আল্লা পাকে ওয়াদা করছইন। ১৩ কুনু মানষে গুনর বায় এশকি অইয়া যানু না কয়, আল্লায় আমারে গুনর পথে

টানিরা। কুনু নাফরমানির পথেউ আল্লারে টানা যায় না, তাইনও কেউররে ই পথে নেইন না। ﴿১৪﴾ অইলে মানষর নিজর দিলেউ টানিয়া নিয়া তারে ফান্দো ফালায়। ﴿১৫﴾ বাদে দিলর বদ নিয়ত পুরা অইলে গুনার বিছ পেটো লয়, আর গুনা বড় অইয়া মউতর জনম দেয়।

﴿১৬﴾ ও আমার মায়ার ভাই অকল, তুমরা অউ লাখান ভুল করিও না। ﴿১৭﴾ হক্কল ভালা আর নিখুত দান তো বেহেস্ত খনে লামিয়া আয়, যেইন আহমানি নুর অকল পয়দা করছইন, হউ আল্লার গেছ খনে আয়। অউ নুর অকল ছেবার লাখান ডুলাডুলি করলেও, তাইন ইলা করইন না। ﴿১৮﴾ তাইন নিজর খুশিয়ে আমরারে হক কালাম দিয়া তান বন্দা বানাইছইন, আমরা যানু আশরাফুল-মখলুকাত, সৃষ্টির সেরা মানুষ অই।

কালাম হুনিয়া আমল করা

﴿১৯﴾ ও আমার মায়ার ভাই অকল, মনো রাখিও, তুমরা আগে হুনো বাদে মাতো, জলদি গুছা করিও না। ﴿২০﴾ মানষে গুছা করলে আল্লার দরবারো কুনু ভালা কাম করতো পারে না। ﴿২১﴾ গতিকে তুমরা হকল জাতর হারাম আর নাফরমানি কাম বাদ দিলাও। তুমরার দিলর মাজে যে কালাম রুয়া অইছে, নরম দিলে অউ কালাম কবুল করো। তুমরারে তরানির খেমতা ই কালামর আছে।

﴿২২﴾ আল্লার কালাম খালি হুনলেউ অইতো নায়, অলাখান আমলও করো। কালাম হুনিয়া যদি আমল না করো, তে তুমরা নিজরে টগিরায়। ﴿২৩﴾ কেউ যদি ই কালাম হুনিয়া আমল না করে, তে হে অউ মানষর লাখান, যে আয়নাত নিজর চেরা দেখিয়া যায়গি, ﴿২৪﴾ বাদে হরিয়া গিয়া ফাউরিলায় তার চেরা কিলাখান। ﴿২৫﴾ অইলে যে খাটি আইন মানষরে আজাদ করে, আর অউ আইনর বায় নজর রাখিয়া যেরা হামেশা জিয়াইল রয়, ইতা হুনিয়া হারি ফাউরে না, আমল করে, তারা হকল কামো মুবারক অইবো।

﴿২৬﴾ যে মানষে নিজরে পরেজগার মনো করে, অইলে নিজর জিফরারে সামলায় না, হে তো তার নিজরে টগে, তার হক্কল এবাদতিউ মিছা। ﴿২৭﴾ এতিম অকলরে আর ডাড়ি বেটিন্তরে বিপদর সময় সায়-সাইয্য করা, এরলগে দুনিয়ার হকল নাফরমানি থাকি নিজরে পাক-ছাফ রাখাউ অইলো, আল্লার নজরো খাটি আর ছহি এবাদতি।

হকলরে এক নজরে দেখা

২ ও আমার ভাই অকল, তুমরা যেবলা আমরার কুদরতি মালিক হজরত ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনছো, তে হকলরে এক নজরে দেখিও। ১ ধরো, একজন মানুষ তুমরার মজলিছ খানাত সুন্দর কাপড়-চুপড় ফিন্দিয়া আতো সোনার আংটি লাগাইয়া আইলো, আর ময়লা কাপড় ফিন্দিয়া একজন গরিব মানুষও আইলো। ২ তুমরা যুদি সুন্দর কাপড় আলা মানষর মুখেদি চাইয়া কও, “আপনে অউ ভালা জাগাখানো বউক্কা,” আর গরিব বেটারে কও, “ওবা, তুই হনো উবা, আরনায় আমার পাওর কান্দাত বও,” ৩ তে তুমরা নিজর মাজে হার-পর কররায় না নি, আর শয়তানি নিয়তে বিচার কররায় না নি? ৪ ও আমার মায়ার ভাই অকল, হুনো। ই দুনিয়ার গরিব মানষরে আল্লায় পছন্দ করছইন না নি ইমানে ধনি বানানির লাগি? আল্লার আশিক মানষরে আল্লায় যে বাদশাই দেওয়ার ওয়াদা করছলা, ই বাদশাইর মালিক অওয়ার লাগি তাইন গরিব অকলরে পছন্দ করছইন না নি? ৫ অইলে তুমরা তো ই গরিব অকলরে এলামি করছো। ধনি অকলে কিতা তুমরারে জুলুম করে না নি? তারাউ তো তুমরারে টানিয়া-ছেছরাইয়া বিচারো লইয়া যায়। ৬ যে মহান নামর খাতিরে তুমরারে ডাকা অয়, তারা কিতা ই নামরে লইয়া কুফরি করে না নি?

৭ পাক কিতাবো লেখা আছে, “তুমার আরি-ফরিরে নিজর লাখান মায়া করিও,” তুমরা যুদি হাছাউ আল্লার বাদশাইর অউ হুকুম আমল করো, তে তো ভালাউ কররায়। ৮ অইলে তুমরা যুদি হকলরে এক নজরে না দেখো, তে তো গুনা কররায়, আর শরিয়তর বরখেলাফ করিয়া দুষি অইরায়। ৯ কেউ যুদি শরিয়তর হক্কল হুকুম আমল করিয়াও খালি এক হুকুম ভাংগে, তে ধরা অইবো হে আস্তা শরিয়তউ অমাইন্য করছে। ১০ কারন যেইন কইছইন, “জিনা করিও না,” তাইনউ হিরবার কইছইন, “খুন করিও না।” তে তুমি যুদি জিনা না করিয়া খুন করো, তেবউতো শরিয়তর বরখেলাফ করছো। ১১ যে আইনে মানষরে আজাদ করে, অউ আইন দিয়াউ তুমরার বিচার অইবো। গতিকে বুজি-হুনি মাত মাতো আর কাম করো। ১২ মনো রাখিও, যে মানষে দয়া করছে না, বিচারর সময় তারেও দয়া করা অইতো নায়। হাশরর ময়দানো দয়াগির অকলেউ দয়া পাইব।

ইমান আর আমল

১৪ ও আমার ভাই অকল, কেউ যদি কয় আমার ইমান আছে, অইলে আমল না করে, তে ফায়দা কিতা অইবো? ই ইমানে তारे বাচাইতো পারবো নি? ১৫ মনো করো, তুমারর কুনু ভাই বা বইনর ঘরো খানি নাই, ফিন্দার কাপড়ও নাই। ১৬ ই হালতে যদি তारे কও, “তুমার ভালাই অউক, খাইয়া-ফিন্দিয়া সুখে রও,” অইলে তার নিদান হরানির লাগি কুনু উপায় না করো, তে তার কুনু ফায়দা অইলো নি? ১৭ অলাখান যে ইমানর লগে আমল নাই, ই ইমান তো মুর্দা। ১৮ মনো করো কেউ কইলো, “তুমার ইমান আছে আর আমার আমল আছে।” ঠিক আছে, তুমার আমল ছাড়া ইমান আমারে দেখাও, আর আমি তুমারে আমার আমলর মাজ দিয়া ইমান দেখাইমু। ১৯ তুমি একিন করছো আল্লা এক, খুব ভালা কথা। ভুতেও তো অলা একিন করে, আর আল্লার ডরে কাপে।

২০ ও বেআখল, তুমারে আমি কিলা বুজাইতাম, আমল ছাড়া ইমান তো কুনু কামর নয়? ২১ আমরার বাফ ইব্রাহিমে যেবলা তান পুয়া ইসহাকরে কুরবানি দেওয়ার লাগি কুরবানির জাগাত নিছলা, ই সময় কিতা তান ই কামর লাগি তানরে পরেজগার হিসাবে কবুল করা অইছে না নি? ২২ তুমি তো দেখছো, তান ইমান আর আমল একলগে কাম করছিল, আর আমলর লাগিউ ইমান কামিয়াব অইলো। ২৩ অলাখান পাক কিতাবর আয়াত পুরা অইলো, “ইব্রাহিমে আল্লার ওয়াদায় ইমান আনায়, আল্লায় তানরে দীনদার কইয়া কবুল করলা।” তান উপাধি দিলা আল্লার দুস্ত। ২৪ তুমরা তো দেখলায়, আমলর লাগি মানষরে পরেজগার হিসাবে কবুল করা অয়, খালি ইমানর লাগি নয়। ২৫ অউ লাখান হউ ছিনাল বেটি রাহবারেও তাইর আমলর লাগি পরেজগার হিসাবে কবুল করা অইছিল না নি? তাই তো হউ দুইও গুইয়ারে লুকাইয়া রাখিয়া, দুছরা পথেদি ছহি-ছালামতে বার করি দিছিল।

২৬ অউ হালতে আমরা বুজতাম পারি, রহ ছাড়া কায় মুর্দা, আমল ছাড়া ইমানও মুর্দা।

জিফরা সামলাইয়া রাখা

৩

ও আমার ভাই অকল, তুমরা হকল উস্তাদ অইও না। তুমরা তো জানো, আমরা উস্তাদ গতিকে আমরা বিচার আরো কঠিন অইবো।

৪ আমরা হকলউ নানান নমুনায়ে বে-পখি অই। কেউ যদি জবান দিয়া কুনু গুনা না করে, তে হে কমিল মানুষ, তার আস্তা শরিলউ সামলাইতো পারবো। ৫ ষোড়ারে সামলানির লাগি মুখো লাগাম লাগাইয়া আমরা য়েবায় ইচ্ছা অবায় নিতাম পারি। ৬ আর কাড়ালিয়েও হুরু এক কাড়াল ধরিয়া বড় বড় জাজরে তুফানি বাতাস ঠেলিয়া, য়েবায় খুশি অবায় নিতো পারে। ৭ অউলা জিফরা খুব হুরু অইলেও বউত বড় বড় মাত মাতো।

আর সামাইন্য আগুইনে কিলা বড় জংগল জলাইতো পারে! ৮ জিফরাও অলা এক আগুইন। আমরা শরিলর মাজে জিফরা একটা খারাপির ভান্ডার, জাহান্নামর আগুইনে জিফরারে জালায় আর জিফরায় আস্তা শরিলরে জালাইয়া কলংকি বানাইয়া, আমরা জিন্দেগিত আগুইন ধরায়। ৯ মানষে যদিও হকল জাতর পশু-পাখি, হাফ-বিচ্ছু আর দরিয়ার বড় বড় মাছরে সামলাইছে আর অখনও সামলায়, ১০ অইলেও হুরু মুরু জিফরারে কেউ সামলাইতো পারে না। ইখান খুব চঞ্চল আর খারাপ, বেজুইতা বিশেষ ভরা।

১১ এক জিফরা দিয়াউ আমরা গাইবি বাফ আল্লার তারিফ করি, হিরবার অউ জিফরা দিয়াউ আল্লার ছুরতে পয়দা করা মানষরে বদদোয়া দেই।

১২ এক মুখ থাকিউ তারিফ আর বদদোয়া বারইয়া আয়। ভাই অকল, ইতা তো ঠিক নয়। ১৩ ঝরনার মুখ থাকি একলগে মিঠা আর তিত্তা পানি বারইয়া আয় নি? ১৪ ভাই অকল, আম গাছো কিতা জাম ধরে নি? আর আংগুর গাছো আম ধরে নি? অউলা তিত্তা পানির মাজে মিঠা পানি মিলে না।

তুই নমুনার আখল-হেকমত

১৫ তুমরার মাজে আখল-হেকমত আলা কেউ আছে নি? থাকলে হে ভালা আমল-খাইছলতে নরম অইয়া অতা দেখাউক। ১৬ অইলে তুমরার দিল যদি ইংসায় তিত্তা অইয়া স্বার্থয় ভরা থাকে, তে তুমরা বড়াই করিয়া হাছারে মিছা বানাইও না। ১৭ ইলাখান হেকমত বেহেস্তু খনে আয় না, ইতা

দুনিয়া, খারাপ নফছ, আর ইবলিছ থাকিউ আয়। ১৬ কারণ যে জাগাত ইংসা আর স্বার্থপরি থাকে, ই জাগাত ফিতনা-ফসাদ আর হকল জাতর নাফরমানি থাকে। ১৭ অইলে বেহেস্তু থাকি যে হেকমত আয়, ইকটা অইল খাটি। ইকটা শান্তিয়ে ভরা, ছবরআলা আর নরম মিজাজি, দয়া আর হক কামে ভরা, তার মাজে কুন্ হার-পর বা ভভামি নাই। ১৮ যারা সমাজো শান্তির বিছ ছিটায়, তারার ফল অইলো পরেজগার জিন্দেগি।

মাইর-দরবারর খুটি

৪ তুমরার মাজে কুয়াই থনে মাইর-দরবার আর কাইজ্জা পয়দা অয়? তুমরার সুখর খাইশে শরিলর যে রিপুয়ে লাড়াই করে, অগু থাকিউ আয়। ১ যেতা তুমরার নায়, অতা তুমরা মনে মনে চাও, এরলাগি তুমরা খুন করো। আর লালছ করো অইলে পাও না, এরদায় তুমরা মাইর-দরবার আর কাইজ্জা করো। তুমরা তো চাও না, এরদায় পাও না। ২ আর চাইলেও পাও না, কারণ তুমরা তো বদ নিয়তে চাও, যেলা তুমরার মনর খাইশ পুরা অয়।

দুনিয়ার দুস্ত আল্লার দুশমন

৩ ও বেইমান অকল, তুমরা কিতা জানো না নি, দুনিয়ার লগে দুস্তির মানি আল্লার লগে দুশমনি? যে দুনিয়ার মায়ায় বুড়ি যায়, হে আল্লার দুশমন অইয়ায়। ৪ “আমরার ভিতরে যে রুহ দেওয়া অইছে, ইকটায় আমরারে ইংসার বায় টানো।” পাক কিতাবর অউ তালিম কুন্ এমনে বাতাইল অইছে নি? ৫ অইলে ইতা থাকি আমরার উপরে আল্লার রহমত আরো বেশি। এরলাগি কিতাবর মাজে লেখা আছে, “বড়াই কররার উপরে আল্লায় আত তুলইন, অইলে নরম মানষরে রহম করইন।” ৬ গতিকে তুমরা আল্লার জিন্মায় রইয়া শয়তানর মুকাবিলা করো, তেউ হে তুমরার গেছ থনে বাগিবো। ৭ আল্লার বায় চাও, তেউ তাইনও তুমরার বায় চাইবা। ও গুনাগার অকল, তুমরা নিজরে পাক-ছাফ করো, ও দু’দীলা মানুষ, তুমরার দিল খাটি করো। ৮ দুখে কাতর অইয়া আহজারি করো, আসির বদলা কান্দো, খুশির বদলা মাতুম করো। ৯ মাবুদর দরবারো নতো অও, তেউ তাইন তুমরারে উচা করবা।

গিবত আর বিচার

১১ ও তাই অকল, তুমরা একজনে আরক জনর গিবত গাইও না। কেউ যদি ভাইর বদনাম গায় বা তার বিচার করে, এর মানি হে শরিয়তর বদনাম করলো আর শরিয়তর বিচার করলো। তুমি যদি শরিয়তর বিচার করো, তে তো শরিয়ত মানরায় না, উল্টা তার বিচার করাত খাড়া অইছো। ১২ শরিয়ত আর বিচারর খেমতা খালি একজনর আতোউ আছে। তাইনউ বাচাইন, তাইনউ মারইন। তে আরি-ফরির বিচার কররা তুমি আরক জন কে?

ফুটানি দেখাইও না

১৩ হুনো, তুমরা যারা কও, আইজ বা কাইল আমরা অমুক টাউনো যাইমুগি, গিয়া হনো এক বরছ রইয়া কায়-কারবার করিয়া লাভ করমু। ১৪ অইলে কাইলকুর খবর তো তুমরা জানো না। তুমরার জিন্দেগিউ বা কিতা? তুমরার জিন্দেগি তো কছু পাতার পানি, খুড়া সময় থাকে, বাদে পড়ি যায়। ১৫ এরদায় ইলা না কইয়া অলা কও, “ইনশাল্লা, আমরা হায়াতি পাইমু, আর অতা-হতা করমু।” ১৬ অইলে তুমরা তো বড়াই করিয়া ফুটানি দেখাইরায়। ইলাখান ফুটানি ভালা নায়।

১৭ কেউ যদি জানিয়াও ভালা কাম না করে, তে হে গুনর ভাগি অইবো।

ধনি অকলরে হুশিয়ারি

১ ও ধনি অকল, হুনো, তুমরার উপরে যে মছিবত আর, ইতার লাগি তুমরা কান্দো আর আহাজারি করো। ২ তুমরার ধন-সম্পদ বিনাশ অইগেছে, তুমরার কাপড়-চুপড় উন্দুরে কাটিলিছে। ৩ তুমরার সোনা-রুপাত জংগারে ধরিলিছে, ই জংগারে তুমরার বিপক্ষে সাক্ষি দিবো, আর আগুনির লাখান তুমরার গোস্ত খাইবো। ইতা তো কিয়ামতর লাগি তুমরা দলা করি থইছো। ৪ হুনো, তুমরার ধান দাওরা কামলার যে বেতন আটকাইছো, অউ বেতনে অখন চিল্লাইয়া আহাজারি করের। ই কামলাইন্তর আহাজারি আল্লা রাব্বুল আলামিনর কানো গিয়া আজিছে। ৫ দুনিয়ার বুকুত বিলাসিতা আর

রং-তামশার মাজে তুমরা দিন কাটাইছো, দোজখর খুরাক বনার লাগি নিজরে খুব ফুলফুলা বানাইছো। ৬ তুমরা নি-অপরাধিরে দুষি সাইবস্তো করিয়া খুন করছো, অইলে এরা কুন্ প্রতিবাদ করছে না।

মছিবতো ছবর করা

৭ গতিকে ও আমার মায়ার ভাই অকল, আমরার মালিকে তশরিফ আনার আগ পর্যন্ত তুমরা কষ্ট করিয়া থুড়া ছবর করো। তুমরা তো দেখছো, গিরস্তে ভালা ফসল পাওয়ার লাগি মেঘর আশায় কিলা ছবর করি বই রয়। ৮ তুমরাও অলা ছবর করো, অস্থির অইও না, কারন মালিকে খুব জলদিউ তশরিফ আনরা। ৯ ও ভাই অকল, তুমরা যাতে আল্লার নজরো দুষি না বনো, এরলাগি তুমরা খালি একজনে আরক জনর খুত তুকানিত রইও না। হুনো, বিচার করার লাগি তো আল্লা পাক আমরার ছামনে আইয়া উবাই রইছইন।

১০ ও মায়ার ভাই অকল, যে নবী-রছুল অকলে মাবুদর নামে তবলিগ করছলা, তারার কষ্ট আর ছবরর কথা চিন্তা করি দেখো। ১১ তারা তো কষ্ট পাইয়াও থির রইছইন, এরলাগি আমরা তারার গুনগান গাই। তুমরা তো আইযুব নবীর ছবরর কথা ভালা করি জানো, আর এওখান জানো, আল্লায় বাদে তানরে কিলা রহম করছলা। আল্লা তো দয়া-মায়ার সাগর।

১২ ও আমার ভাই অকল, আমার আসল কথা অইলো, তুমরা কুন্জাত কছম করিও না। আহমানর নামেও না, জমিনর নামেও না, অলা কুন্ নামেউ কছম করিও না। এর বদলা তুমরার অয় খান অয়, আর না খান না অউক, যাতে তুমরা বিচারর দাডো না পডো।

মুনাজাত আর হেদায়ত করা

১৩ তুমরার মাজে কেউ মছিবতো থাকলে হে দোয়া করউক। কেউ সুখে থাকলে হামদ-কাওয়ালি গাউক। ১৪ কেউরর বেমার অইলে হে জমাতর মুরক্বি অকলরে দাওত দেউক, তারা আইয়া আল্লার নাম লইয়া তার মাখাত তেল দিয়া দোয়া করউক। ১৫ তেউ ইমানর ছাতে দোয়া করার খাতিরে আল্লায় ই বেমারিরে শিফা করবা। হে যদি গুনাও করিয়া থাকে, তে তার

গুনা মাফ করা অইবো। ১৬ এরলাগি তুমরা একজনে আরক জনর গেছে যারযির গুনা স্বীকার করো, আর একে-অইন্যর লাগি দোয়া করো, যাতে ভালা অইতায় পারো। পরেজগার অকলর মুনাজাত আচানক বলআলা। ১৭ ইলিয়াছ নবী আমরার লাখানউ রক্তয়-মাংসয় মানুষ আছলা। তাইন দিলে-জানে দোয়া করলা মেঘ না অওয়ার লাগি, হাছাউ সাড়ে তিন বরছ কুনু মেঘ অইলো না। ১৮ বাদে তাইন মেঘর লাগি দোয়া করলা, তেউ মেঘ অইলো, আর জমিনো ফসল ফলিলো।

১৯ ও আমার ভাই অকল, তুমরার মাজে কেউ যদি বে-পথি অইযায়, আর কেউ তারে ফিরাইয়া আনে, ২০ তে জানিও, যে মানষে কুনু গুনাগাররে বে-পথ থনে ফিরাইয়া আনে, হে অউ গুনাগারর জান বাচায় আর তার গুনা বেশি অইলেও মাফি পায়॥